" ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন"
(১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড)

"Influence of Development in the Natural Drainage System in Sylhet City Corporation" Ward No: 15 and 16

গবেষণা কার্যক্রম

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

জুন ২০১৭

মুখবন্ধ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে গঠিত এডিটোরিয়াল কমিটি কর্তৃক সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট পরিচালিত " ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" (১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড) শীর্ষক গবেষণাটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশমালা দিয়ে সহায়তা করেছে। তথাপি গবেষণার ধারণা (Concept), কার্যপদ্ধতি এবং গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারীর একান্ত নিজস্ব। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর শুধুমাত্র প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেছেন।

আহবায়ক/সভাপতি

এডিটোরিয়াল কমিটি

গবেষণা কাজে নিয়োজিত সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	সিনিয়র প্ল্যানার
০২	জনাব পলাশ কান্তি বিশ্বাস	সহকারী প্ল্যানার
০৩	জনাব মোঃ নূরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার
০৪	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার
০৫	জনাব আমির হামজা	খালাসী

প্রতিবেদন প্রণয়ন

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	সিনিয়র প্ল্যানার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট প্রথমবারের মত "ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচরাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" (১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড) শীর্ষক গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন ।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানীত পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক এর একান্ত সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় সিলেট আঞ্চলিক অফিসে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণা কর্মকান্ড সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাদের সাহস যুগিয়েছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (গবেষণা ও সমন্বয়) জনাব আহমেদ আখতারুজ্জামান এর প্রতি। আমরা আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রিভিউ কমিটির প্রতি । কমিটি বিভিন্ন সময়ে উক্ত কাজের প্রতি খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া জনাব মাকসুদ হাসেম, সিনিয়র প্ল্যানার এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

আমরা আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সচিব এবং এলাকাবাসীদের প্রতি তারা বিভিন্নভাবে আমাদের তথ্য/সহযোগিতা প্রদান করে গবেষণা কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন।

সার-সংক্ষেপ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে " ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড কে নির্ধারণ করা হয়েছে।

উক্ত ওয়ার্ড ০২ (দুই) টি গবেষণার এলাকা হিসেবে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ হলো এই ০২ (দুই) টি ওয়ার্ড সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং অন্যান্য এলাকার তুলনায় নিচু। সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ড ০২ (দুই) টি তে বেশী জলাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয় বলে সিলেট সিটি কর্পোরেশন হতে অবহিত করা হয়। এখানে প্রতিবছর প্রায় ২০-২২ দিন জলবদ্ধতা দেখা দেয়। এই গবেষণা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য, সঠিক তথ্য জানা এবং জনগনকে সচেতন করার লক্ষে উক্ত ওয়ার্ড ০২ (দুই) টি তে ০১ (এক) টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ০১ (এক) টি অংশগ্রহণমূলক আলোচনার আয়োজন করে এলাকাবাসীর মতামত গ্রহণ করা হয়। সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন করার পর জরিপের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এ মোট জনসংখ্যা (১৯,৫৫৭+১৪,৮৪৫) = ৩৪৪০২ জন, ইহার মধ্যে (৭,৮২৩+৮,১৫১)=১৫৯৭৪ জন পুরুষ এবং (১১,৭৩৪+৬,৬৯৪)=১৮৪২৮ জন মহিলা। পেশাগত বৈশিষ্ট্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অত্র অঞ্চলে ২৫.০৭% উত্তরদাতা ব্যবসার সাথে জড়িত। ৪৫.৭৫% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের মাসিক আয় ২৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। ৫৬.৬০% উত্তরদাতাই জানান যে তারা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। জলাবদ্ধতার কারণে যানচলাচলের সমস্যা হয়ে থাকে ৭৫.২৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন। গবেষণা এলাকার ৫০.৬০% উত্তরদাতা জানান যে, জলাবদ্ধতা ১-২ দিন স্থায়ী হয়। ৫৫.৪২% উত্তরদাতা অবহিত করেন যে, খাল বা ছড়া সমুহে ময়লা আবর্জনার স্তুপ জমে ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ সুবিধা সম্পর্কে ৯৪.৮১% লোক ভাল বলে উল্লেখ করেন, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮.৪০% জানান যে, তারা খোলা যায়গায় বর্জ্য ফেলে থাকেন। অত্র ওয়ার্ডে ২৫-৪৫ বছরের বয়সের জনসংখ্যা বেশী বসবাস করে থাকেন ইহার মধ্যে ৬৬.৪৮% বিবাহিত এবং ৩২.৯% অবিবাহিত। একক পরিবার ৮১.১৩% ও যৌথ পরিবার ১৮.৮৭%। উত্তরদাতাদের জবাবে জানা যায় যে, জলাবদ্ধতার কারণে পানিবাহিত রোগ দেখা যায় ১০.৭৫%, ৮১.১৩% উত্তরদাতাই জানান প্রতিবছর কমবেশী বন্যা হয়। ৮.২% উত্তরদাতা জানান জলাবদ্ধতায় তাদের বসতি প্লাবিত হয়, অত্র ওয়ার্ডে বাড়ির নিকটস্থ পুকুর/জলাশয় আছে ১৮.৮৭% উত্তরদাতারা জানান, ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে মর্মে জানিয়েছেন ৯৮.৫৮% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের উত্তর থেকে জানা যায় যে, জলাবদ্ধতা ৩-৪ দিন স্থায়ী হয় ১৬.৮৭% উত্তরদাতা জনান এবং ৪-৫ দিন স্থায়ী হয় বলে ৩২.৫৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন। জলাবদ্ধতার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই বলেছেন ৫৫.৪২% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের সকলেই জানান যে, অত্র এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে এবং বছরে কয়েক বার ভূমিকম্প হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন যে, ১৫নং ওয়ার্ড নিচু হওয়ায় জলাবদ্ধতা বেশী দেখা যায়। জলবদ্ধতা সমস্যার মূল কারণ হলো অত্র এলাকার খাল ও ছড়ার পাশে অবৈধ স্থাপন নির্মাণ, ড্রেনের উপর বাড়ী তৈরী, নিয়মিত ডাষ্টবিন পরিষ্কার না করা, ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা, পলিথিন ফেলা, ডাষ্টবিন ব্যবহার না করা, ড্রেনের গভীরতা আস্তে আস্তে কমে যাওয়া, সরু ড্রেনেজ ব্যবস্থা, গ্যাস ও পানির লাইন ড্রেনের ভেতর দিয়ে স্থাপন করা, তবে এ সকল সমস্যার সমাধান করলে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড এর জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হবে বলে অত্র এলাকার জনগন মনে করেন।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		i
সার-সংক্ষেপ		ii
সূচীপত্র		iii
	প্রথম অধ্যায় সূচনা	
১.১	ঐতিহাসিক পটভূমি	১
১.২	অবস্থান	১
১.৩	জলবায়ু	১
১.৪	টপোগ্রাফি, ন্যাচারাল ড্রেনেজ এবং ন্যাচারাল ফ্রন্ট	১
১.৫	গবেষণার উদ্দেশ্য	১
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কর্মপদ্ধতি	
২.১	গবেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ধাপ	২
২.২	ষ্টাডি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন	২
২.৩	আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে এলাকাবাসীর মতামত	২
২.৪	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	২
২.৫	ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন	২
২.৬	সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ	২
২.৭	প্রতিবেদন প্রণয়ন	২
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ স্টাডি এলাকার বর্ণনা	
৩.১	১৫নং ওয়ার্ড	৩
৩.১.১	অবস্থান	৩
৩.১.২	এক নজরে ১৫নং ওয়ার্ড	৩
৩.১.৩	খাল ও ছড়ার অবস্থান	৪
৩.২	১৬নং ওয়ার্ড	১০
৩.২.১	অবস্থান	১০
৩.২.২	ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় তথ্য	১০
৩.২.৩	জলাবদ্ধতা	১১
৩.৩	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA)	১৭
৩.৪	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	১৮
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ ১৫ ও ১৬নং ওয়ার্ডের আর্থ সামাজিক অবস্থা	
৪.১	সূচনা	১৯
৪.২	মাসিক আয়	১৯
৪.৩	মাসিক ব্যয়	১৯
৪.৪	মালিকানা সংক্রান্ত	২০
৪.৫	পরিবারের ধরণ	২০
৪.৬	খানা প্রধানের জন্মস্থান	২০
৪.৭	নাগরিক সেবাসমূহ	২১
৪.৭.১	বিদ্যুৎ	২১
৪.৭.২	গৃহস্থালী ও রান্নাঘরের বর্জ্য	২১
৪.৭.৩	সরবরাহকৃত পানি	২২
৪.৭.৪	সরবরাহকৃত গ্যাস	২২
৪.৮	বৈবাহিক অবস্থা	২৩
৪.৯	জলাবদ্ধতার কারণে সমস্যা	২৩
৪.১০	বন্যা সংক্রান্ত তথ্য	২৩
৪.১১	জলাবদ্ধতার সময়	২৪
৪.১২	ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন এর পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া	২৪
৪.১৩	জলাবদ্ধতার স্থায়ীত্ব	২৪

৪.১৪	জলবদ্ধতার কারণ	২৫
৪.১৫	শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যা	২৫
৪.১৬	নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ	২৬
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা	
৫.১	আর্থ-সামাজিক জরীপ থেকে প্রাপ্ত সমস্যা সমূহ	২৭
৫.২	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (PRA) এবং আর্থ-সামাজিক জরীপ থেকে প্রাপ্ত সমস্যা সমূহের সুপারিশমালা	২৭
৫.৩	সুপারিশমালা	২৭
৫.৪	উপসংহার	২৮
পরিশিষ্ট "ক"	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA) এর প্রতিবেদন	২৯
পরিশিষ্ট "খ"	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর প্রতিবেদন	৩৪
পরিশিষ্ট "গ"	খাল/ছড়ার অবস্থা পরিদর্শন এর ছবি	৩৮
পরিশিষ্ট "ঘ"	প্রশ্নপত্র	৪১

চিত্রের তালিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	
চিত্র :১	পরিবারের মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্য	১৯
চিত্র :২	পরিবারের মাসিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	১৯
চিত্র :৩	আবাসন/বাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য	২০
চিত্র :৪	পরিবারের ধরণ সংক্রান্ত তথ্য	২০
চিত্র :৫	খানা প্রধানের জন্মস্থান	২১
চিত্র :৬	নাগরিক সেবা বিদ্যুৎ	২১
চিত্র :৭	গৃহস্থলী ও রান্নাঘরের বর্জ্য	২২
চিত্র :৮	সরবরাহকৃত পানি	২২
চিত্র :৯	সরবরাহকৃত গ্যাসের মান	২২
চিত্র :১০	বৈবাহিক অবস্থা	২৩
চিত্র :১১	জলবদ্ধতার কারণে সমস্যা	২৩
চিত্র :১২	বন্যা হয়েছে কিনা	২৩
চিত্র :১৩	জলাবদ্ধতার সময়	২৪
চিত্র :১৪	ময়লা ফেলার কারণে পুকুর/জলাশয়/খাল/ড্রেন এর পানি ধারণ ক্ষমতা কমার পরিমাণ	২৪
চিত্র :১৫	জলাবদ্ধতার স্থায়ীত্ব	২৫
চিত্র :১৬	জলাবদ্ধতার কারণ	২৫
চিত্র :১৭	শহরের প্রধান পাঁচটি সমস্যা	২৬
চিত্র :১৮	নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার কারণ	২৬

মানচিত্রের তালিকা

ক্রমিক নং		
মানচিত্র-০১	বাংলাদেশ সাপেক্ষে গবেষণা এলাকা সিলেট এর মানচিত্র	৫
মানচিত্র-০২	সিলেট সিটির প্রাইমারী ড্রেনেজ ম্যাপ	৬
মানচিত্র-০৩	সিলেট সিটির সেকেন্ডারী ড্রেনেজ ম্যাপ	৭
মানচিত্র-০৪	সিলেট শহরের টারশিয়ারী ড্রেনেজ ম্যাপ	৮
মানচিত্র-০৫	সিলেট সিটির ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের ড্রেনেজ ম্যাপ	৯
মানচিত্র-০৬	সিলেট সিটির শহরের ১৫ ও ১৬নং ওয়ার্ড এর নেটওয়ার্ক ম্যাপ	১২
মানচিত্র-০৭	স্ট্রাকচার (বিল্ডিং) ম্যাপ	১৩
মানচিত্র-০৮	সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের খালসমূহের প্রতিবন্ধকতার ম্যাপ	১৪
মানচিত্র-০৯	সিলেট শহরের কন্টুর ম্যাপ	১৫
মানচিত্র-১০	সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ড কন্টুর ম্যাপ	১৬

ক্রমিক নং	বিষয়	
ছবি ১	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	১৭
ছবি ২	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	১৭
ছবি ৩	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	১৭
ছবি ৪	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	১৭
ছবি ৫	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	১৮
ছবি ৬	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	১৮
ছবি ৭	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	১৮
ছবি ৮	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	১৮
ছবি ৯	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন	১৮
ছবি ১০	যতরপুর (১৫নংওয়ার্ড), কাউন্সিলরের কার্যালয় সংলগ্ন খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন	৩৮
ছবি ১১	মৌবন, সোবানীঘাট ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ের রাস্তা সংলগ্ন খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন	৩৮
ছবি ১২	ফুলতলী, গোয়ালীছড়া (১৫নং ওয়ার্ড), খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন	৩৮
ছবি ১৩	নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), খাল/ছড়া/ড্রেনের অবস্থা পরিদর্শন	৩৮
ছবি ১৪	সোবানীঘাট (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র,	৩৯
ছবি ১৫	নয়াসড়ক (১৬নং ওয়ার্ড) খাল/ছড়া/ড্রেনের উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলার চিত্র	৩৯
ছবি ১৬	চালিবন্দর (১৫নং ওয়ার্ড), কাঁচাবাজার সংলগ্ন ড্রেন, ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র	৩৯
ছবি ১৭	ধোপাদিঘীর উত্তরপাড় (১৬নং ওয়ার্ড), খাল/ছড়া/ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ	৩৯
ছবি ১৮	নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র	৩৯
ছবি ১৯	নাইওরপুল (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা -আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র	৩৯
ছবি ২০	চারাদিঘীরপাড় (১৬নং ওয়ার্ড) খাল/ছড়া/ড্রেনের উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলার চিত্র	৪০
ছবি ২১	চালিবন্দর (১৫নং ওয়ার্ড), ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারনে বন্ধ খাল/ছড়া/ড্রেনের চিত্র	৪০
ছবি ২২	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়ে গবেষণা নিয়ে আলোচনা	৪০
ছবি ২৩	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যালয়ে গবেষণা নিয়ে আলোচনা	৪০
ছবি ২৪	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিসে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সাথে গবেষণা নিয়ে আলোচনা	৪০

প্রথম অধ্যায়: সূচনা

১.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

সুদূর অতীতে সিলেট "শ্রীহট্ট" বা "হরিকেল" নামক একটি আলাদা রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। এই রাজ্যটি দশম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসনামলে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে সিলেট, ঢাকা বিভাগের অধীনে শাসিত হতো।

১৮৭৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুসারে, ১৮৭৮ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাক্ট মোতাবেক সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি সীমানা নির্ধারণ করা হয়। উত্তরে আম্বরখানা রোড, দক্ষিণে সুরমা নদী, পূর্বে গোয়ালীছড়া এবং পশ্চিমে সাগর দীঘির পাড় ও উজানলেন।

সিলেট শহর ১৯৯৬ সালে সিলেট বিভাগের সদর দপ্তর হয় এবং ২০০২ সালে এটি সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২৬.৫ বর্গকিঃমিঃ। অতি সম্প্রতি সিলেটকে মেট্রোপলিটন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যার অধীনে ছয়টি থানা অন্তর্ভুক্ত। থানাগুলো হলো : কোতোয়ালী, দক্ষিণ সুরমা, মোগলাবাজার, শাহপরান, এয়ারপোর্ট এবং জালালাবাদ।

১.২ অবস্থান

সিলেট শহর বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটির অবস্থান হল ২৪$^\circ$ ৪৩' ও ২৫$^\circ$ ০৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১$^\circ$ ০১' ও ১৯$^\circ$ ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। শহরটি বিভাগীয় সদরদপ্তর হওয়ার কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শহরটি চা এবং এর প্রভাব বলয়ে অবস্থিত অন্যান্য জেলা শহরের বিভিন্ন পণ্য ও সেবাচাহিদা পূরণ করে থাকে।

১.৩ জলবায়ু

সিলেট শহরে প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তবে এর সাথে ভারী বৃষ্টিপাতও হয়, যা দেশের বাকি অংশের জলবায়ুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে (মার্চ-মে) গড় তাপমাত্রা থাকে ২৬.৬$^\circ$ সে. যা শীতকালে ১৯.৭$^\circ$ সে. এ নেমে আসে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮৮০ মিঃমিঃ। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুন-জুলাই মাসে। যদিও দেশের বাকি অংশের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক বেশি, তবুও বলা যায় সিলেটের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য অংশের মতই।

১.৪ টপোগ্রাফি, ন্যাচারাল ড্রেনেজ এবং ন্যাচারাল ফল্ট

সিলেট শহরের টপোগ্রাফি বেশ উঁচুনিচু। গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে + ১.২৩৩ মিঃ থেকে + ৪.২২১ মিঃ এর মাঝে পরিবর্তিত হয়। ভূমির গড় উচ্চতা + ১৮.৮৫৬ মিঃ (গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে)।
শহরের উত্তরদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন টিলা ছাড়া পুরো শহরটির টপোগ্রাফি মোটামুটি একই সমতল।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

সিলেট শহরের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জলাবদ্ধতার কারণ ও সমস্যা তুলে ধরা এই গবেষণা কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য এই গবেষণা কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

* সিলেট শহরের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের প্রাকৃতিক খাল/ছড়াসমূহ চিহ্নিত করা।
* সিলেট শহরের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের প্রাকৃতিক খাল/ছড়াসমূহের উপর প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা।
* সিলেট শহরের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের ড্রেনেজ ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করা।
* সিলেট শহরের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসনে সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সুপারিশ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কর্মপদ্ধতি

২.১ গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কতগুলো ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে তা নিম্নরূপ -

* স্টাডি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা
* আর্থ সামাজিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা
* অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
* ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন
* সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ
* প্রতিবেদন প্রণয়ন করা

২.২ স্টাডি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা

গবেষণা কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে এবং গবেষণার তথ্যাবলী যথাযথভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডসমূহে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং এলাকার খালসমূহের গতিপথ ও পানি নিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৩ আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে এলাকাবাসীর মতামত জানা

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাচাই এবং প্রাকৃতিক খাল/ছড়াসমূহে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রভাবে জলাবদ্ধতাসহ অন্যান্য কোন প্রভাব উক্ত এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে এলাকাবাসীর মতামতের জন্য আর্থ-সামাজিক জরিপ কাজ করা উক্ত ওয়ার্ডদ্বয়ের মোট পরিবারের সংখ্যা ৭৩৭০ টি সে হিসেবে ২.৮৫টি সেম্পল সাইজ ধরে হয় ২১০.০৪ টি নমুনা প্রশ্নমালা। মোট ২১২ টি প্রশ্নমালা নমুনা নেওয়া হয়েছে যা রেনডম সার্ভে করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে গবেষণা সম্পর্কিত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের মৌজা ম্যাপ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

গবেষণা কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ২৭-০৩-২০১৭ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে উক্ত ওয়ার্ডে ০১ (এক) টি অংশগ্রহনমূলক আলোচনার আয়োজন করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত সকল সমস্যা সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়।

২.৫ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

১১-০৪-২০১৭ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার আয়োজন করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত সকল সমস্যা সম্পর্কে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করা হয়। উক্ত সভা থেকে আলোচনা এবং অত্র এলাকার জনগনের দেওয়া তথ্যাবলী ও সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করা হয় যা গবেষণা কার্যক্রমকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

২.৬ সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

গবেষণা কাজের গুণগতমান সঠিক রাখার লক্ষে সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য উপাত্তসমূহ সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.৭ প্রতিবেদন প্রণয়ন

গবেষণা কার্যক্রমটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে উপরোক্ত কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার পর গবেষণা কাজের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ স্টাডি এলাকার বর্ণনা

৩.১: ১৫নং ওয়ার্ড

৩.১ : ১ অবস্থান

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ওয়ার্ডের মধ্যে অন্যতম ব্যস্ত এলাকা বন্দর বাজার (একাংশ), জিন্দাবাজার (একাংশ) ও সোবানীঘাট অবস্থিত।
এই ওয়ার্ডটি সিলেট শহরের একটি বাণিজ্যিক এলাকা। পুরো ওয়ার্ড জুড়ে মার্কেট এবং শপিং মল রয়েছে। ওয়ার্ডের মোট আয়তন ১.৫০ বর্গ
কিলোমিটার। ১৫নং ওয়ার্ডের মোট ১৫ কি:মি: রাস্তা রয়েছে, এর মধ্যে ৫ বর্গ কিলোমিটার রাস্তাই বর্ষাকালে জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। সূত্র: ১৫ নং
ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট।

১৫নং ওয়ার্ডের পূর্ব পার্শ্বে মীরাবাজার, ছন্দানী টুলা, যতরপুর এবং সর্ব পশ্চিমের অংশ বন্দর বাজার থেকে জিন্দাবাজার সড়কের পূর্ব অংশ। উত্তরে
ধোপাদিঘীরপাড় থেকে নাইওরপুল পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সোবানীঘাট, চালিবন্দর পূর্ব পর্যন্ত। উত্তর দিকে ১৬নং ওয়ার্ড, পূর্বে ২১ ও ২২ নং ওয়ার্ড,
দক্ষিণে ১৪ ও ২৩ নং ওয়ার্ড এবং পশ্চিমে ১৪নং ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের সবকটি রাস্তাই ১৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। অন্য এলাকাসমূহ হলো : ছন্দানী টুলা, দক্ষিণ
বেতবারতলা, চালিবন্দর, চুরিপট্টি, হাসান মার্কেট, জেলখানা, লালবাজার, জেলাখানা/জেলরোড, জয়নগর, নাইওরপুল, নোয়াপাড়া,
মীরাবাজার, সোবানীঘাট, পঙ্কখানা, পুরানলেন, উত্তর ধোপাদিঘীরপাড়, পর্বতখানা।

৩.১.২ এক নজরে ১৫নং ওয়ার্ড

* পরিবারের সংখ্যা ঃ মোট পরিবারের সংখ্যা ৩৮২৬টি
* জনসংখ্যা ঃ মোট জনসংখ্যা ১৯৫৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৮২৩ জন এবং মহিলা ১১৭৩৪ জন।
* পুকুর ঃ অত্র ওয়ার্ডে মোট পকুর রয়েছে ০৮টি, ইহার মধ্যে যতরপুর ০১ (এক) টি, বারুতখানা ০১ (এক)টি, জয়নগর ০১ (এক) টি, মীরাবাজার ০১ (এক) টি, ধোপাদিঘীরপাড় ০১ (এক)টি, নোয়াপাড়া ০১(এক)টি, জেলরোড ০১ (এক)টি এবং নাইওরপুল (০২) টি পুকুর
রয়েছে। এই পুকুরগুলোতে প্রতিদিন মানুষের পয়:পরিষ্কার, গোসল এবং বিপদাপন্নতার সময় পানি ব্যবহার করে থাকে।

* কবরস্থান/শ্মশান

মীরাবাজার মসজিদ সংলগ্ন এবং নাইওরপুল নামক স্থানে একটি করে কবরস্থান রয়েছে। উক্ত ওয়ার্ডের চালিবন্দর নামক স্থানে একটিমাত্র শ্মশান
রয়েছে।

* ১৫নং ওয়ার্ডে মোট তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলো হলোঃ দূর্গা কুমার পাঠশালা, হাজী কুদরত উল্লাহ ইসলামিয়া সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশোরীমোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় তিনটি দূর্যোগের সময় আশ্রকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। বেসরকারি
স্কুল ও কলেজ রয়েছে মোট ছয়টি। এর মধ্যে দূর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে পাঁচটি, এগুলো হলো ঃ শাহজালাল জামেয়া
ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, জামেয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বসন্ত মেমোরিয়াল স্কুল, লিডিং ইউনিভার্সিটি ও হযরত শাহজালাল দারুসসুন্নাহ
ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা। এছাড়া একটি রেজিষ্টার্ড উচ্চবিদ্যালয় ও একটি মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে যা দূর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার
করা হয়।

* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

অত্র ওয়ার্ডে ১০ (দশ)টি মসজিদ, ০২ (দুই) টি মন্দির এবং ০৫ (পাঁচটি) মাজার রয়েছে।

* স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ঃ

১৫নং ওয়ার্ডে ০১ (এক) টি নগর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে, ০১ (এক) টি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ও ০২ (দুই)টি হাসপাতাল রয়েছে।

* ব্যাংক ও সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান ঃ

অত্র ওয়ার্ডে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে মোট ১৫ (পনের) টি এবং সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ০২ (দুই) টি।

* রাস্তা

১৫নং ওয়ার্ডে মোট ১৫ কি:মি: রাস্তা রয়েছে।
তথ্যসূত্র : ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট-২০১৭।

৩.১.৩ : খাল ও ছড়ার অবস্থান

২০০৪-২০১৪ সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডে প্রায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ সালে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড বন্যা কবলিত হয়। এই ওয়ার্ডের অবস্থানরত প্রায় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা একটি মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ও আবদ্ধ ড্রেন এবং ১৫ নং ওয়ার্ড নিচু হওয়ার কারণে তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ডের মোট ছড়ার সংখ্যা ০৩টি, সেগুলো হলোঃ গোয়ালি ছড়া, যোগনী ছড়া ও হুগলী ছড়া। গোয়ালি ছড়া দিয়ে বেশীর ভাগ পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। সিলেট শহরের ৫নং, ১৪নং, ১৬নং, ১৭নং, ১৮নং, ১৯নং, ও ২১নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ বৃষ্টির পানি ১৫নং ওয়ার্ডের ভেতর দিয়ে বের হয়। জিন্দাবাজার সোনালী ব্যাংক এর পাশ দিয়ে ছড়ার মুখে মার্কেট নির্মাণ ও সোবানীঘাট, নাইওরপুল পয়েন্টে ড্রেন এর উপর দিয়ে পাইপ লাইনের কারণে ১৫নং ওয়ার্ডের ৫ কি:মি: রাস্তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, অধিংকাংশ ড্রেন ও ছড়ার পাশে অবৈধ স্থাপনা তৈরী ও ড্রেনের উপর স্ল্যাব না থাকায় এবং আইন না মেনে বাড়িঘর ও মার্কেটসহ স্থাপনা তৈরী হওয়ার কারণে ১৫নং ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

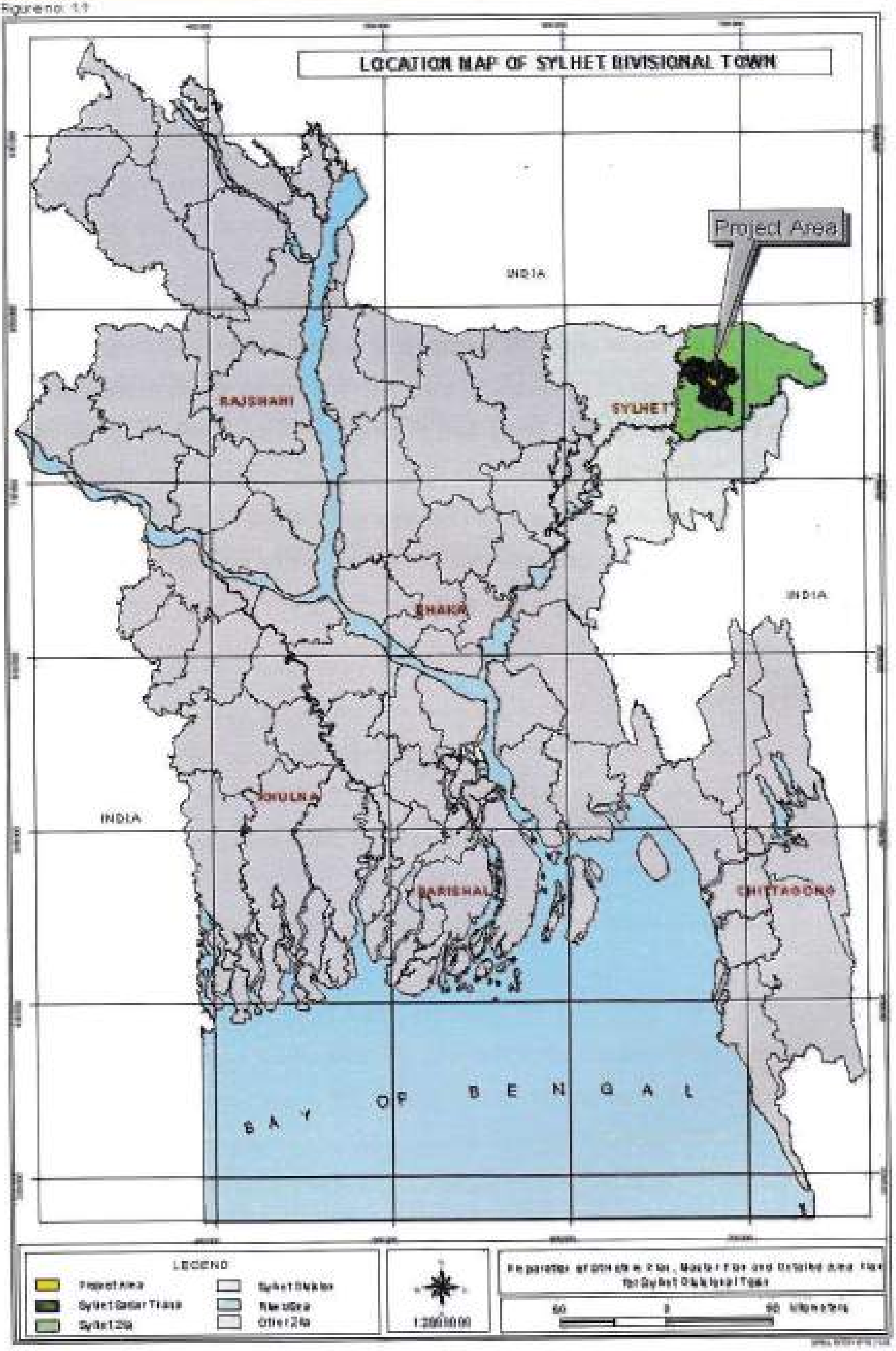

মানচিত্র-০১: বাংলাদেশের সাপেক্ষে গবেষণা এলাকা সিলেট এর মানচিত্র

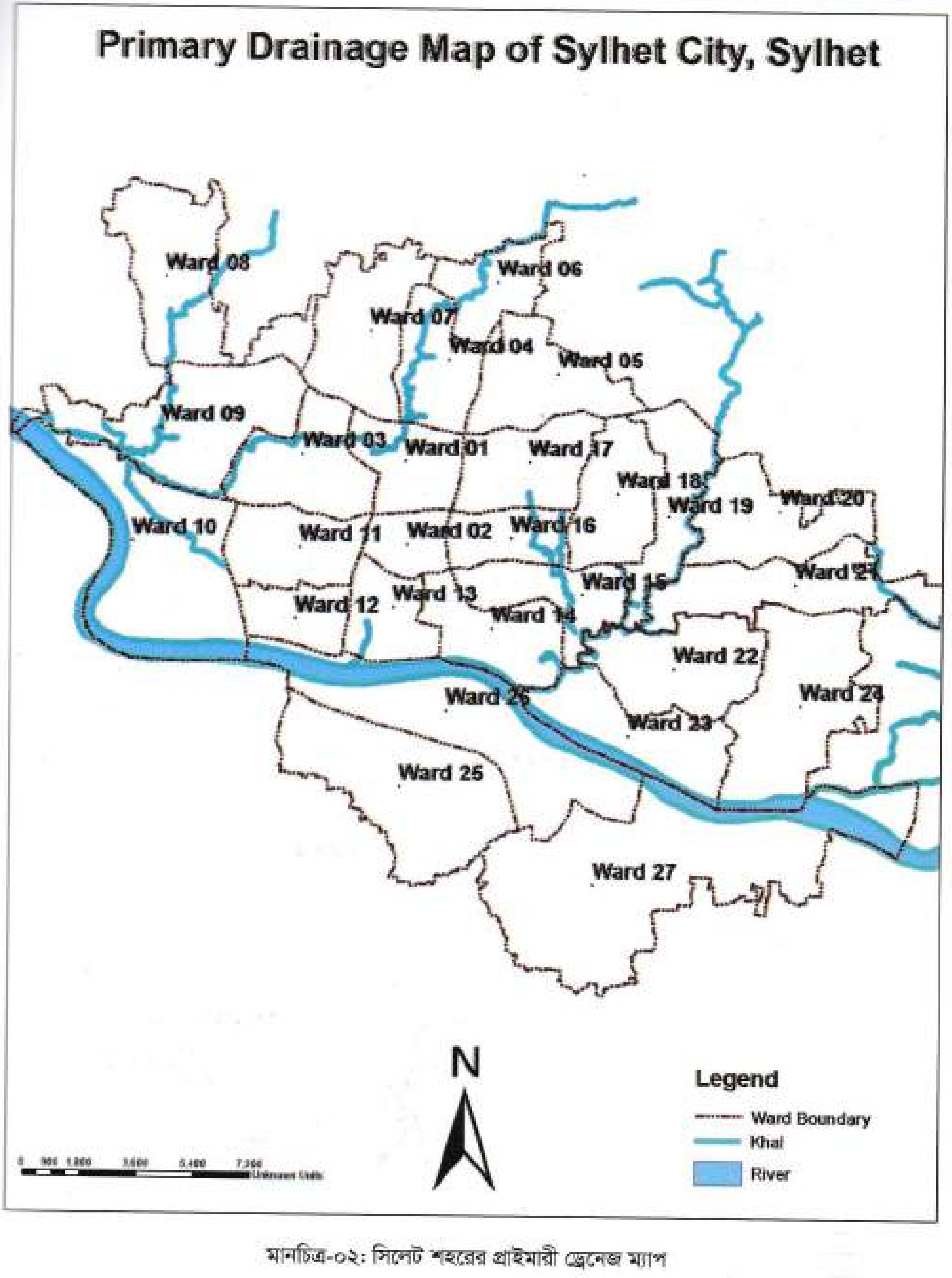

মানচিত্র-০২: সিলেট শহরের প্রাইমারী ড্রেনেজ ম্যাপ

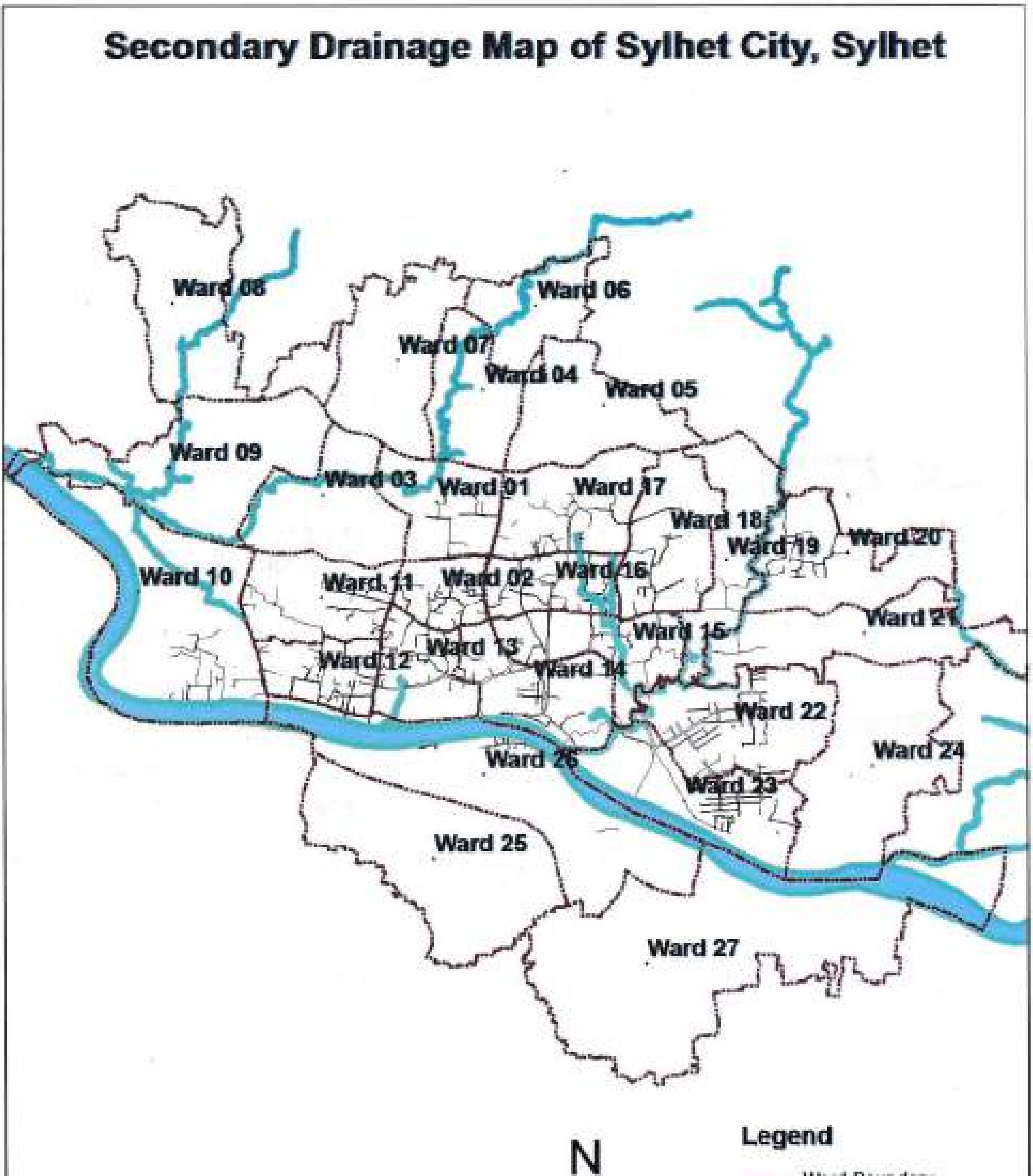

মানচিত্র-০৩: সিলেট শহরের সেকেন্ডারী ড্রেনেজ ম্যাপ

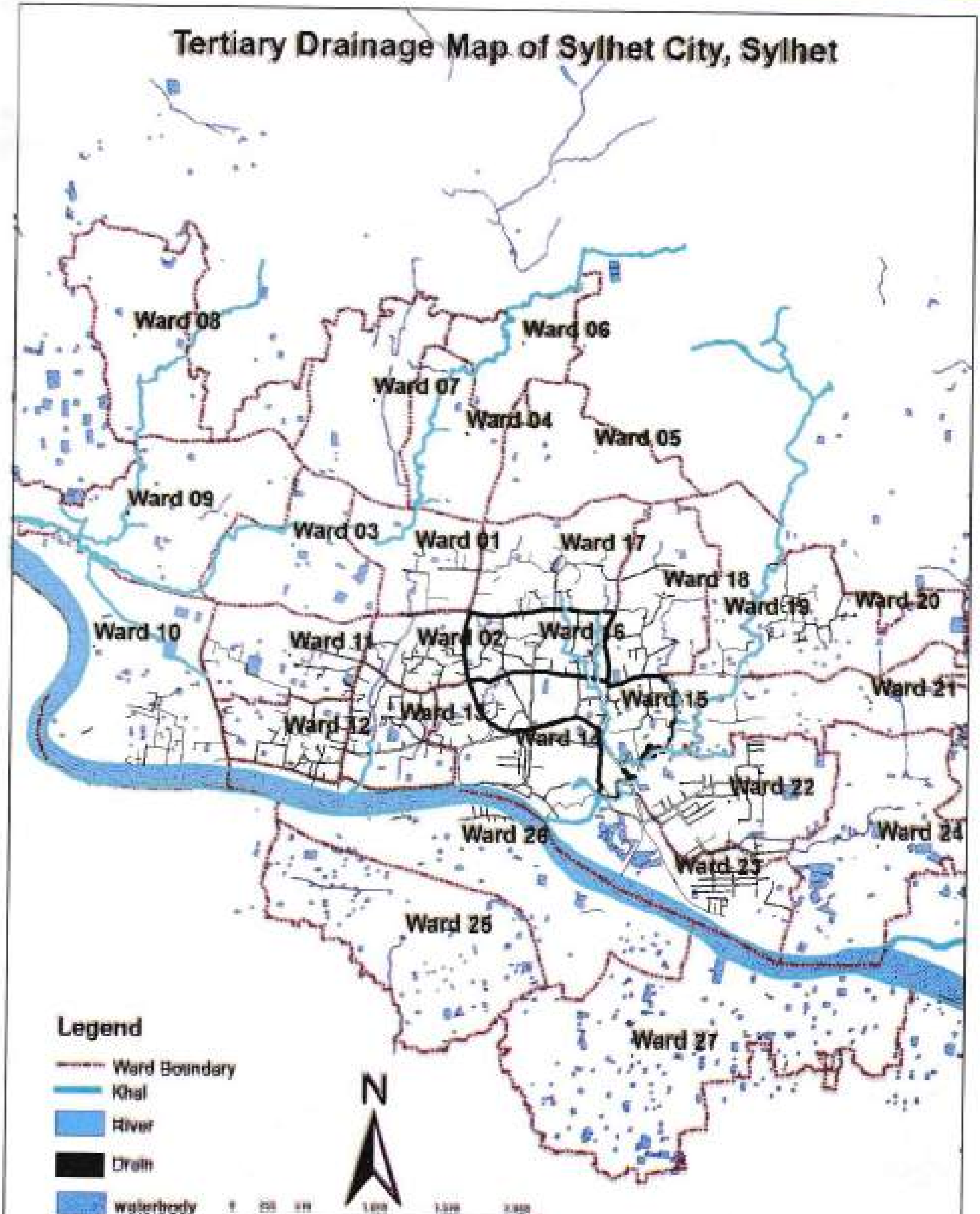

মানচিত্র- ০৪: সিলেট শহরের টারশিয়ারী ড্রেনেজ ম্যাপ

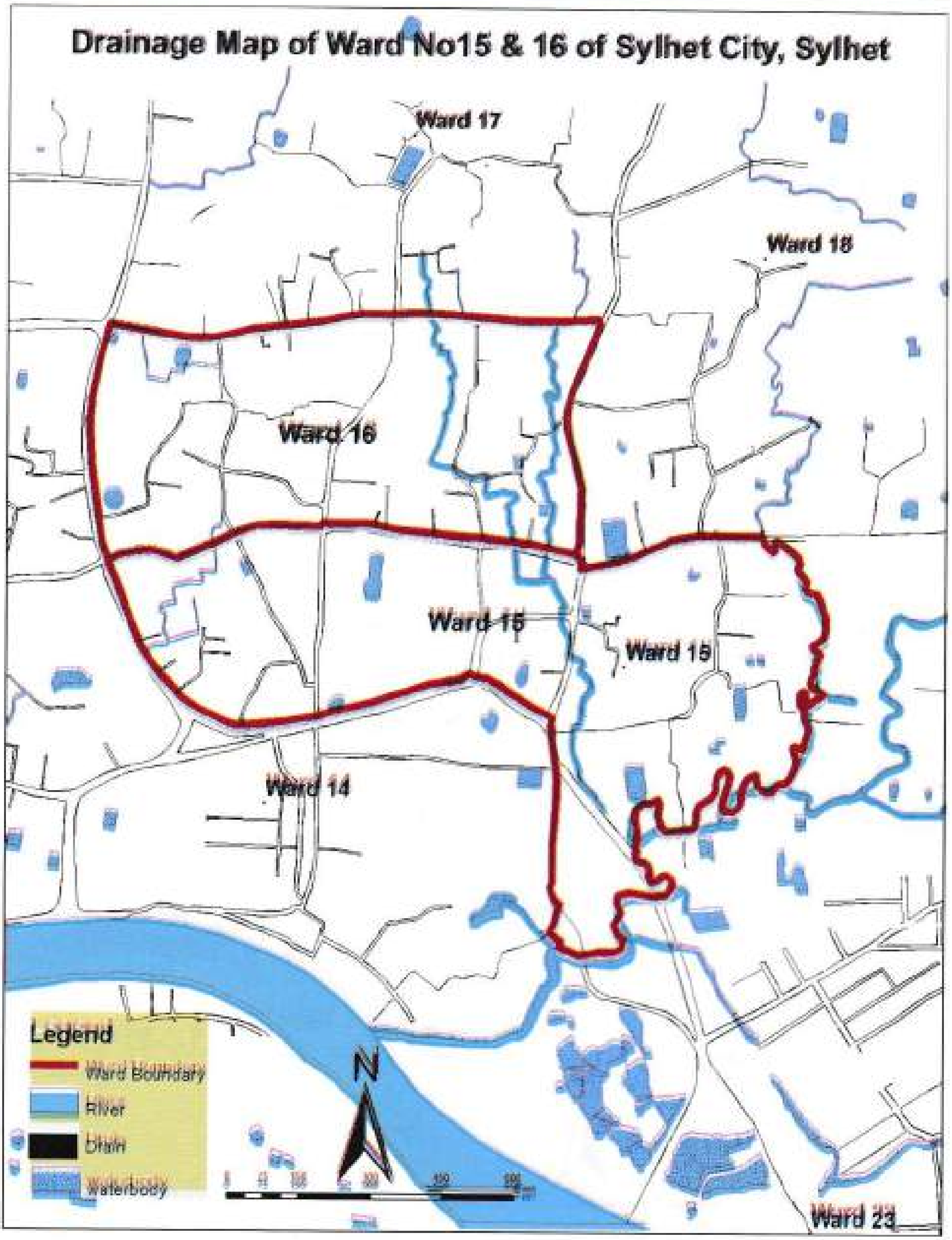

মানচিত্র- ০৫: সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ড এর ড্রেনেজ ম্যাপ

৩.২: ১৬নং ওয়ার্ড

৩.২.১: অবস্থান :

১৬নং ওয়ার্ড সিলেট নগরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এর উত্তরে ১৭নং ওয়ার্ড ও পশ্চিম দিকে ২নং ওয়ার্ড অবস্থিত। এই ওয়ার্ড সিলেটের বাণিজ্যিক ওয়ার্ড হিসেবে খ্যাত। ওয়ার্ডের ভেতর সরকারী বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রোটারী হাসপাতাল, সমবায় সমিতি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কাস্টমস অফিস ইত্যাদি। ওয়ার্ডের জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে চৌহাট্টা পয়েন্ট পর্যন্ত সিলেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র অবস্থিত। জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে নাইওরপুল পয়েন্ট পর্যন্ত অসংখ্য বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আবাসিক হোটেল গড়ে উঠেছে। ১৬ নং ওয়ার্ড টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত। ১৬নং ওয়ার্ডের ম্যাপ এর আকৃতি মোটামুটি ফুটবল খেলার মাঠ আকৃতির। এর আয়তন ১.৬২ বর্গকিলোমিটার।

১৬নং ওয়ার্ডে ১৫ টি মহল্লা রয়েছে তা হলো

হাওয়া পাড়া, তাঁতীপাড়া, খন্দকার টুলা, নয়াসড়ক, চারা দিঘীরপাড়, মজলিস আমিন, কুমারপাড়া, সওদাগর টুলা, কান্দাউরা, ধোপাদিঘীর উত্তরপার, নাইওরপুল, শাহচানগাজী, চৌহাট্টা, মীরবক্সটুলা এবং পূর্ব জিন্দাবাজার।

সূত্রঃ ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট ২০১৭।

৩.২.২: ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় তথ্য

* মোট পরিবারের সংখ্যা ৩৫৫৪ টি
* মোট জনসংখ্যা ঃ ১৪৮৪৫ জন
* পুরুষ ঃ ৮১৫১ জন
* মহিলা ঃ ৬৬৯৪ জন
* প্রতিবন্ধি ঃ ১৪৮ জন
* বৃদ্ধ ঃ ৭৫৭ জন
* শিশু ঃ ৪৬২০ জন
* ব্যবসা প্রতিষ্ঠানঃ ২০০০টি
* শিশু, পঙ্গু হাসপাতাল, ক্লিনিকঃ ০৫টি
* বাজার ঃ ০১টি
* ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ঃ ০১টি
* শপিং মল্প ১০টি

সূত্রঃ ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট ২০১৭।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান

* কলেজ ০১টি
* মাদ্রাসা ঃ ০২টি
* প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ০২টি
* মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ০৫টি

সরকারি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান

* মোট সরকারি অফিস ঃ ০৩টি
* ব্যাংক ঃ ০৪টি
* কাউন্সিলর অফিস ঃ ০১ টি
* সংবাদ অফিস ঃ ০১টি

মসজিদ ও মন্দির

* মসজিদ ঃ ০৬টি
* কবরস্থান ঃ ০২টি
* মন্দির ঃ ০২টি
* মাজার ঃ ০৪টি
* গির্জা ঃ ০১টি

খোলা স্থান ও জলাশয়

* পুকুর ও কূপ ঃ ০৩টি
* মাঠ ঃ ০৬টি

আবাসিক ও অন্যান্য স্থাপনা

* মহল্লা ঃ ১৫টি
* টাওয়ার ঃ ১৫ টি
* সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঃ ০৯টি
* দালান ঃ ১২০০টি
* ঝুঁকিপূর্ণ মোড় ঃ ০৪টি
* ক্লাব ০৬টি
* কমিউনিটি সেন্টার ঃ ১টি
* বস্তি/কলোনি ঃ ১৫টি
* ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ঃ ০৭টি
* আবাসিক হোটেল ঃ ০৫টি

সূত্র: ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, সিলেট, ২০১৭।

৩.২.৩ জলাবদ্ধতা

১৬নং ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে ০৩টি ছড়া প্রবাহিত হয়েছে, যা দিয়ে মূলত ওয়ার্ডের সকল পানি প্রবাহিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই ছড়াগুলো দখল হয়ে বসতি/ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার কারণে সরু ড্রেনের আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে ময়লা আবর্জনা ফেলে গতিপথ বন্ধ করে ফেলেছে। গত ০৬ অক্টোবর ২০১৩ সালের ০১ দিনের বৃষ্টিতে ভয়াবহ জলবদ্ধতা দেখা দেয়। তাছাড়া ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৮ সালের জলাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। মালঞ্চ কমিউনিটি সেন্টারের পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়ে সিলেট মেট্রো পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের পেছন পর্যন্ত, আই ভি গ্রুপ হতে মধুচুন গার্ডেন হোটেল পর্যন্ত, চৌহাট্টা দক্ষিণ হতে পূর্ব জিন্দাবাজার পর্যন্ত এবং সেন্ট্রাল হাসপাতালের পাশ হতে হাওয়াপাড়ার আজগড় স্কয়ারের পেছন পর্যন্ত যে ছড়া গুলি ১৬নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা দূর করতে ভূমিকা রাখে তা বর্তমানে মানুষের দখল ও ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে এত সংকীর্ণ হয়েছে যে, হঠাৎ বৃষ্টি বা কোন কারণে বন্যা দেখা দিলে পানি অপসারণে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এমন কি বাসা বাড়ির নিত্য ব্যবহার্য পানি অপসারনের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরী হচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে সওদাগর টুলা, মজলিস আমিন, শাহচাঁন গাজী ও নয়াসড়ক মহল্লার হাজার মানুষের বাসা বাড়িতে ময়লা পানি প্রবেশ করে ঘরের আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হচ্ছে প্রতিবছর, সেই সাথে নানা ধরনের পানিবাহিত রোগব্যাধি আক্রমণ করছে। রোগব্যাধির আক্রমণে অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়, ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ঋণী হয়ে পড়ে। রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না বা পড়াশোনার আগ্রহ হারায়। পরিবারের আয় রোজগার হয় না। রাস্তা ঘাট দ্রুত নষ্ট হয়, চলাচলের সমস্যা দেখা দেয়।

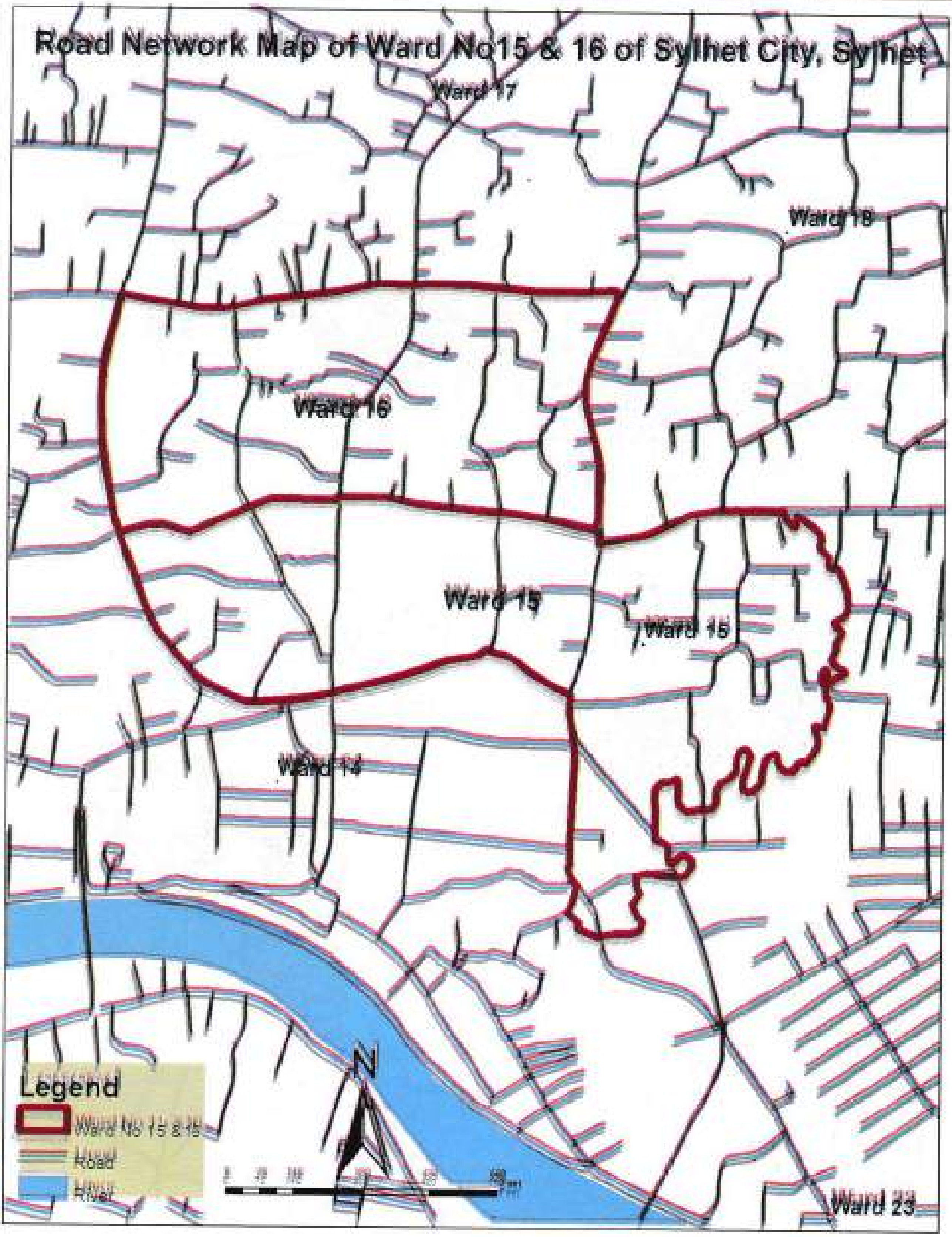

মানচিত্র-০৬: সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ড এর রোড নেটওয়ার্ক ম্যাপ

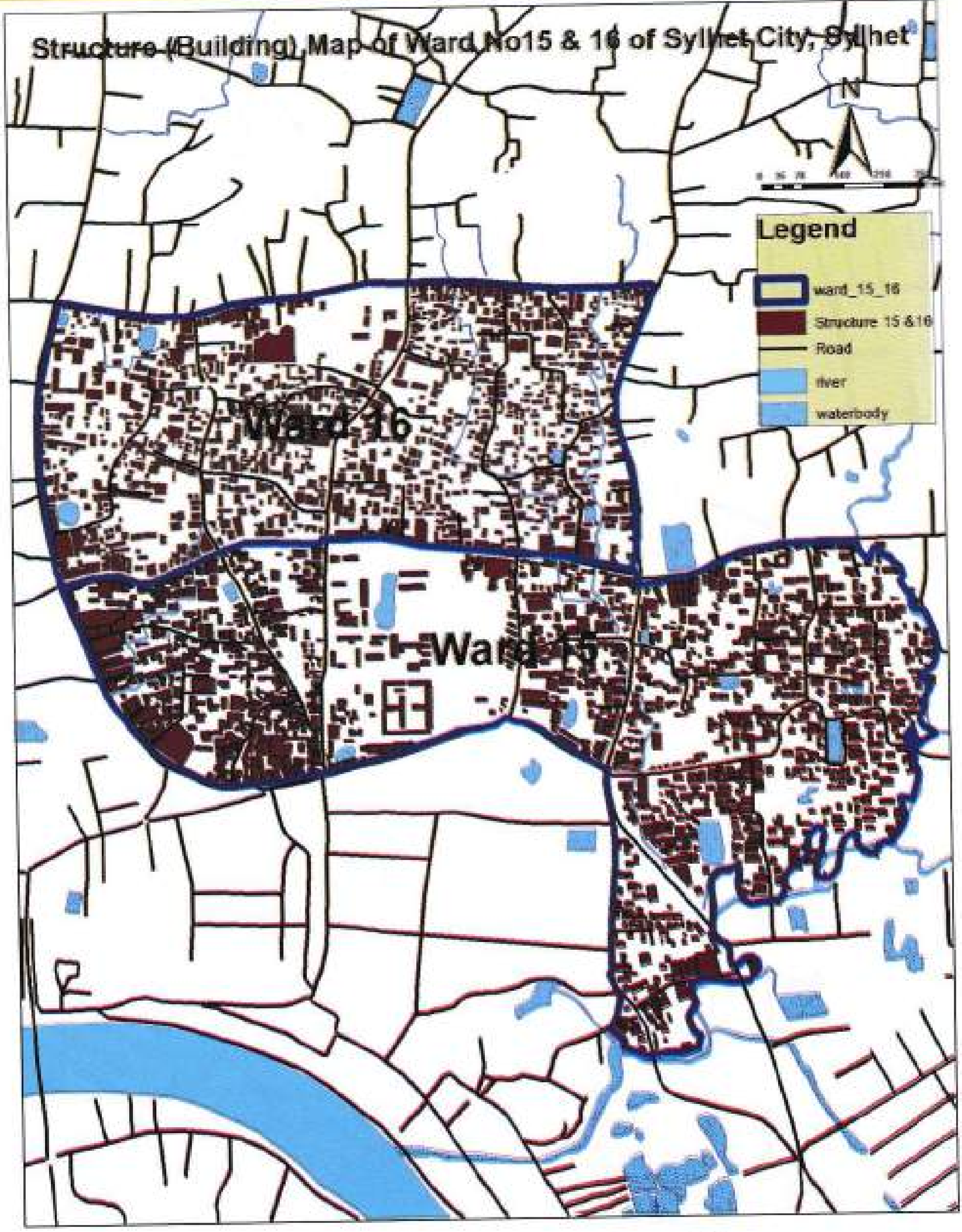

মানচিত্র-০৭: সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ড এর স্ট্রাকচার (বিল্ডিং) ম্যাপ

Canal/Khal encrotach by structure of the study area (ward15 & 16)

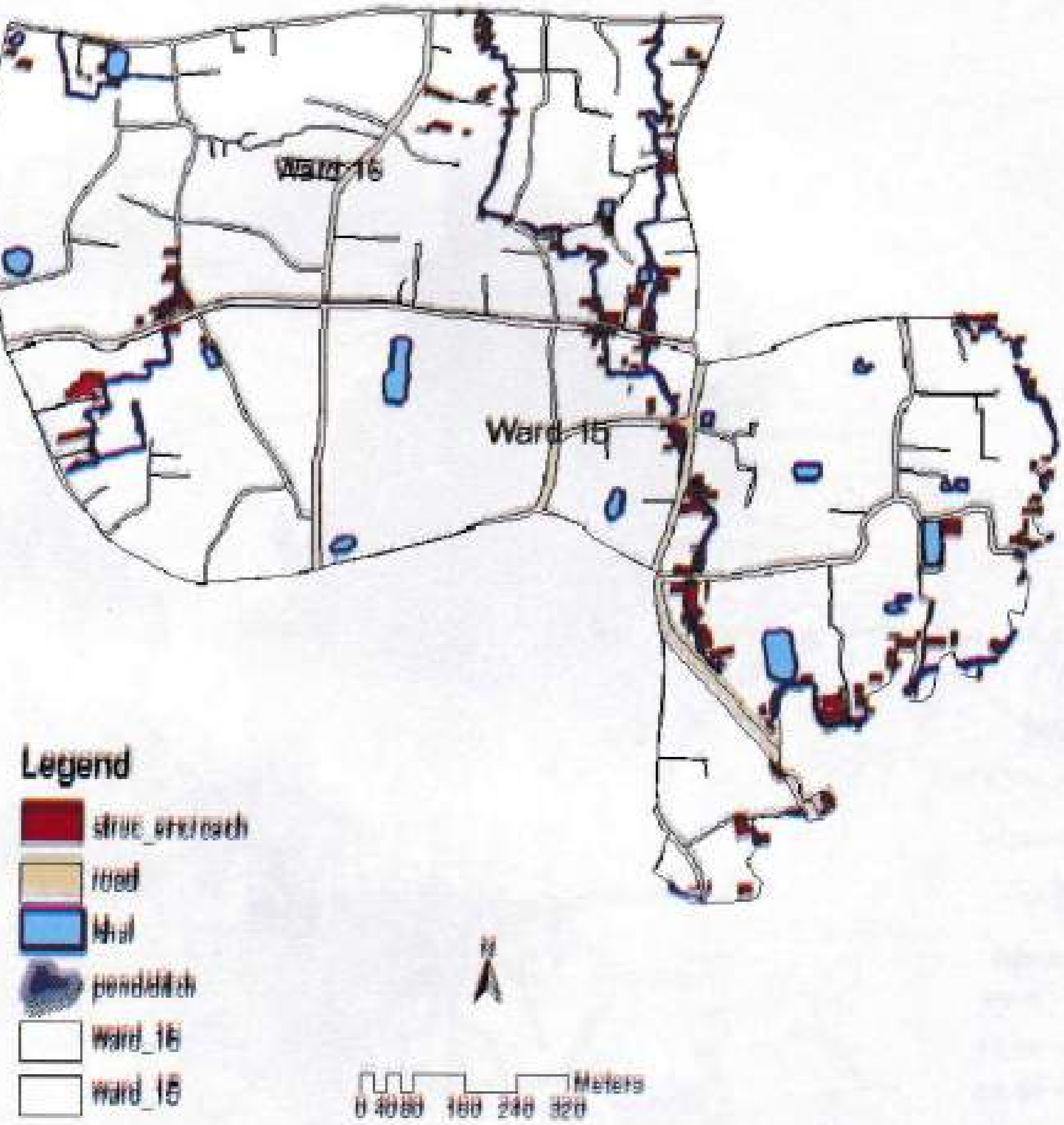

মানচিত্র-০৮: সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের খাল সমূহের প্রতিবন্ধকতার ম্যাপ

সিলেট শহরের কন্ট্যুর ম্যাপ

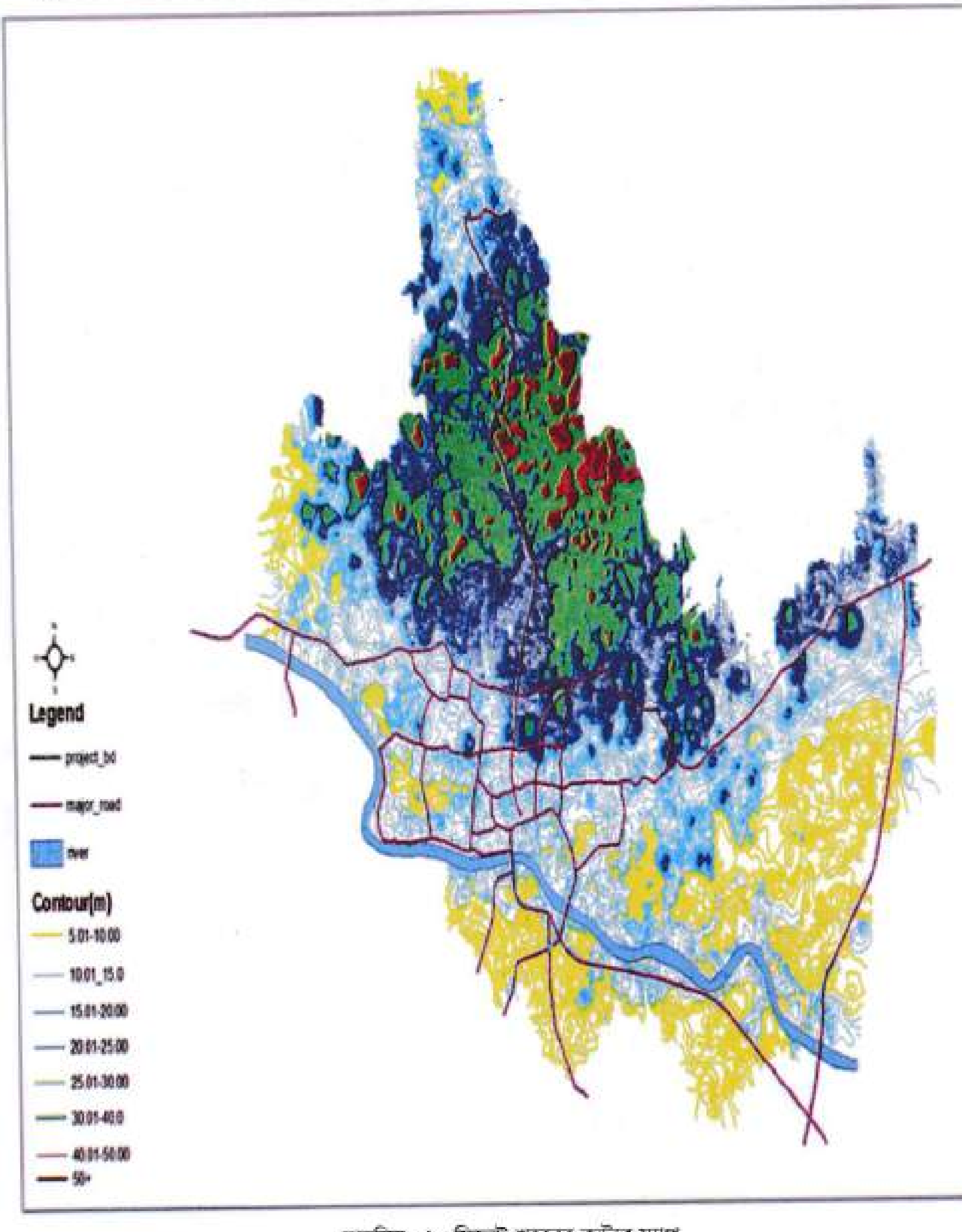

মানচিত্র-০৯: সিলেট শহরের কন্ট্যুর ম্যাপ

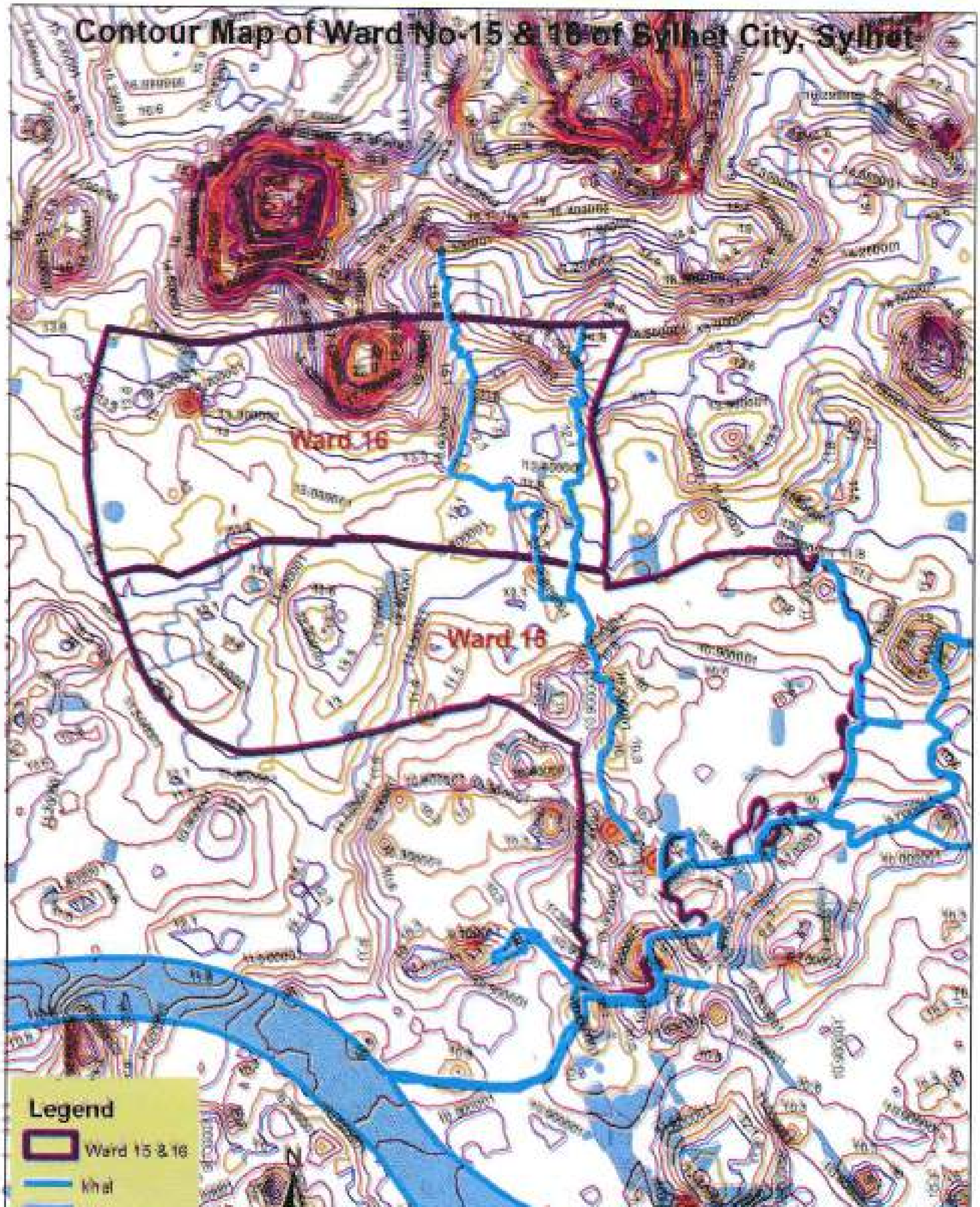

মানচিত্র- ১০: সিলেট শহরের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের কন্টুর ম্যাপ

৩.৩ । অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনফ্লুয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম ইন সিলেট সিটি কর্পোরেশন" শীর্ষক গবেষণা বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ২৭/০৩/২০১৭ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ড দুটি নিয়ে একটি অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA) সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত (PRA) সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ডের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। উক্ত সভায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের ন্যাচারাল ড্রেইনেজ সিস্টেম সম্পর্কে সকলের ধারণা কি সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। এলাকার পানি নিষ্কাশনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ১৫ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডে সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনে কি কি সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানে তারা কোন সহযোগীতা করবেন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা (PRA) সভার কিছু চিত্র ছবি-০১ থেকে ছবি-০৪ এ দেখানো হয়েছে (PRA) প্রতিবেদন ও উপস্থিতি পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজন করা হয়েছে।

অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা চিত্র

ছবি ০১: অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা

ছবি ০২: অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা

ছবি ০৩: অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা

ছবি ০৪ : অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা